বৈকুন্ঠনাথ

শ্রাদ্ধ কীর্তনের গানে সমৃদ্ধ

যোগী পূর্ণাংশু নাথ মজুমদার

ভুমিকা



মৃত্যুর পর হিন্দু সমাজে শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্যের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। আবার শ্রাদ্ধ কীর্তনের সময় শোকাহত আত্মীয়-পরিজন কীর্তনের তালে তালে কখনও শোকের আবরণ থেকে বের হয়ে একটি সাহসের আভার স্পর্শ পায় আবার কখনো আরো গভীরে নিমজ্জিত হয় বিশেষ করে ' দই খায় দুধ খায়' গানটি যখন নদীর ভাণ্ড ভাঙ্গা হয় তখন তো লোকের কান্না সীমা থাকে না।

কিন্তু এই শ্রাদ্ধের গান গুলো আমাদের সনাতন সমাজে প্রায় বিলুপ্তের পথে। যাদের কাছে গান লিখা আছে তার সুর শিখতে পারেনি , আর যারা সুর জানে তাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের গান নেই। হ্যাঁ, সমাজে যারা সব দিকে সমৃদ্ধ তারা এখন আর অচল , তাদের আর সেই বয়স নেই। তবে তো আমরা আমাদের এই সংস্কৃতি তো হারাতে পারবো না, তাই আমি বিজ্ঞ লোকদের সহায়তায় শ্রাদ্ধ কীর্তন এর গান সংগ্রহ করে এক এক ধারাবাহিক বইয়ের রূপ দিয়েছি। তৎসঙ্গে আমি কিছু কিছু গানের অডিও রেকর্ড শুনার জন্য QR কোড ব্যবহার করেছি যারা গান দেখে গান শিখতে চাইছেন তারা সেই QR এর সাহায্যে শিখতে পারবেন। এবং আমি সম্পূর্ণ বইটির পিডিএফ ফাইলটি QR কোডের সাহায্যে বইটিতে যুক্ত করেছি। আমাকে এই সাংস্কৃতিক কাজে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন *স্বর্গীয় লাবণ্য নাথ মজুমদার* তিনি আমাকে অনেক গান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন। সত্যি বলতে তাঁর কথাতেই আমি এই বৈকুণ্ঠনাথ বইটি লিখা শুরু করি। আমি বইটিতে গানের কোন ধরনের এডিশন (edition) করিনি।

আমি আশা করি, আমার এই বৈকুণ্ঠনাথ বইয়ের সঠিক ব্যবহারের ফলে হিন্দু সমাজ উপকৃত হবে।

সর্বশেষে আমি পাঠকদের আমার পক্ষ থেকে শুভ কামনা জানাই।

Purnangsu Mazumder
১৮/১১/১৪৩১
সম্পাদক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

দ্বাদশ খন্ড লোট

পৃষ্ঠা
৪১- ৪৩

১ জয় রাধে গোবিন্দ বল আনন্দ মনে
২ যতনে বলিও নাম
৩ ওহে দয়াল হরি
৪ কি জিজ্ঞাসা কর ভাইরে
৫ ওরে মন, কিছু বোধ নাহিক তোমার
৬ আসিয়া ভারত ভবে
৭ ওরে মন ধিকরে তোমায়

অধিবাস

১

হরি আন গুনে গৌর ঠাকুর আন গুনে।
ভূবন মুহাইয়া আজইন দিয়া মধুর বুলিরে ।।
বৈকুন্ট দুরাইয়া হরি আইলা দুটি ভাই।
কলিযুগে লইলা নাম ওরে বৈকুনন্টের গোসাই ।।
কানাই বলাই দুটি ভাই বৃন্দাবনবাসী।
কানাই হইলা অপরূপি ওরে বলাই হইলো সন্ন্যাসী ।।
যায় না বৎসরে গৌড়া গদাধরের কোলে।
দুই বাহু তুলিয়া নাচে হরি হরি বলে ।।

২

হরির অধিবাস আজি ঠাকুরের অধিবাস।
আনন্দে আনন্দ ধ্বনি বিনন্দ উল্লাস ।।
রতন সিংহাসনে বসাইয়া হরি।
অধিবাস দেয় নন্দে হরি কোলে করি ।।
পাদ্যঅর্ঘ্য আচমনি রত্ন সিংহাসন।
ধুপদ্বীপ গন্ধপুষ্প অঘোর চন্দন ।।
ধুপদ্বীপ গন্ধপুষ্প অঘোর চন্দন।
মিলাইয়া ভকতগণ দেয় গন্ধ চন্দন ।।
করজোড় করি বলি হরি গুন নিধি।
কালিকুয়া করিব কীর্তন যথায়ে শকতি ।।



৩

হরির অধিবাস ঠাকুরের অধিবাস ।
আনন্দে আনন্দ ধ্বনি বিনন্দ উল্লাস ।।
আজ নিশি প্রভাতে দ্বাদশ গোপালের সাথে
ইন্দ্র আদি যত দেবগণ ।
বৈকুন্টের নাথ হরি চারি মুখের অধিকারী
কালি মহাউৎসব আনন্দ ।।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা নানাবিধ উপহার খুলে
আর করতালে শঙ্খপুরী ।
শিঙ্গা বেনু মুখের ধ্বনি তাহলে অপূর্ব শুনি
সবাইয়ে বলয়ে হরি হরি ।।
সুগন্ধি পুষ্পের হার বহুবিধ উপহার
আর যত আছে অবশেষে ।
গায়ে গাওয়ায় শুনে মুক্ত পায় তিন জনে ,
হরি গুন গায় কুঞ্জ হরি দাসে ।।

৪

চুয়ায়ে চন্দনে ভরিয়ে কটরা।
দেও নিয়া হরি ঠাকুরের অঙ্গে ছিঠাইয়া ।।
ঘৃতের প্রদীপে জ্বালাইয়া বাতি ।
সেই ঘরে থাকো হরি আজি রাতি ।।
শ্রীদাম সুদাম রাখাল ভাই ।
বিশ্রাম করকুয়া হরি আমরা গৃহে যাই।।



ঠাকুর জাগোনোর গান

১

জাগো হরি মায়ের পরান।
কত নিদ্রায় যাওরে বাছা প্রভাত বিয়ানে ।।
পূর্বেতে উদয় ভানু অরতন রায় ।
পশ্চিমে ভকত সবে হরিগুণ গায় ।।
দক্ষিণে কোকিল রবে পুরয়ে ঝঙ্কার।
উত্তরে ময়ুর নাচে জাগিল সংসার ।।
ব্রহ্মা জাগইন, বিষ্ণু জাগইন, জাগইন দেবগন ।
ব্রহ্মার নাদ শুনি জাগইন ত্রিলোচন ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে হরি দয়াময় ।
প্রভাত সময়ে নিদ্রা উচিত না হয়।।

২

উঠো হরি কমল নয়ন।
কত নিদ্রায় যাও বাছা প্রভাত বিয়ানে।।
সঙ্গে ভকত সবে আঙ্গিনা খেলায়।
অধরে মুররি থইয়া কত নিদ্রা যাও ।।
কালি না খাইয়াছো বাছা নিদ্রায় ব্যাকুল ।
চালাইতে চৈতন্য নাই না শুন মায়ের বুল।।
দধি দুগ্ধ সর লবনী থইয়াছি টাংগাইয়া ।
কিছু খাইবায় কিছু লইবায় ধরা বান্ধিয়া।।
উঠিয়া বসিয়া বাছা পালঙ্কের উপর ।
ভৃঙারের জল দিয়া পাথালে বদন ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দ রানী ।
ক্ষুধায় কাতর বাছা দেও সর লবনী।।



৩

প্রভাতে উঠিয়া নন্দ রানীকে জাগাইলো ।
জল আনি ননী মথন সময় হইল ।।
নন্দ-এর বার্তা শুনিয়া রানী তরীতে চলিলা ।
সুবর্ণের কলসি কাঁকে যমুনাতে গেলা ।
জল লইয়া নন্দ রানী সত্তরে আসিল ।
ভান্ডের মধ্যে সর থইয়া দন্ড আরম্ভিল ।।
নুপুরের রুনু ঝুনু নাচেরে কানাই ।
দন্ডে ধরি বলে মাও লনি দেও খাই ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দ রানী ।
ক্ষুধায় আকুল বাছা দেও স্বর লনী।।



৪

যশোদা'ল যশোদা লবনী মথনে যায় ।
নেতের অঞ্চলে ধরিয়ে গোবিন্দ যায় ।।
মথনেতে যায় গো রানী হরষিত মনে ।
দন্ডে ভর করি দেখরে গোপালে সে নাচে ।।
খোল ফেলিয়া করি লবনি খায় ।
ফেনায় ভূষিত অঙ্গ সকলই ধায় ।।
যে হরি বালক শিশু যশোদার কুলে ।
চরণে শরন লইতাম রে ভবানন্দে বলে ।।

৫

আরনি যাদবে মোরে ডাকিবে জননী।
করপাতি স্বর মাগে গোপাল নীল মনি।।
এই ক্ষীর লবনী দিয়াছি বিয়ানে।
হেন ক্ষীর ভূমে থইয়া মাটি খাও কেনে।।
মাটি নাহি খাও গো মা কেন পাড় গালি।
সম্মুখে দাঁড়াও আসে মুখ মেলি আমি।।
হাসি হাসি মুখ খানি মেলিলা রতন মনি।
মুখের মধ্যে ত্রিভুবন দেখিলে নন্দ রানী।।
চন্দ্র সূর্য দেখে মায়ে আর তরুলতা।
সিংহ বাহনে দেখে গণেশের মাতা।।
যত ইতি নদ-নদী গহীন গম্ভীর।
শত বালুচরে ঠেইকাছে কুমির।।

যতইতি পশু পক্ষী করে চরাচর।
মৃগে মহিষে ঘাস খায় যাদবের উদর।।
গজ-আদি ব্যাঘ্র চরে মৃগ খায় ঘাস।
তা দেখিয়া নন্দরানির লাগিল তরাশ।।
কি দেখলাম কি দেখিলাম যাদবের উদরে।
মই হেন যশোদা জ্যাম যেন দেখি শতে শতে।।
কই গেলা নন্দ ঘোষ আন ডাক দিয়া।
এ ছাবাল মনুষ্য না হয় দেখ গো আসিয়া ।।
নন্দে বলে যশোদা গো তুমি পূণ্যবান।
তোমার ঘরে লইলা জনম কৃষ্ণ ভগবান।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুনো নন্দ রানী।
এ ছাবাল মনুষ্য না হয় দেবচূড়া মনি।।

৬

ধন যাদবে আঙ্গিনা খেলায়।
অধরে লবনী থইয়া অবনিশি বায়।।
আঙ্গিনা পিছল কইলো দধি দুগ্ধ ঢালী।
হামাগুড়ি দিয়া শিশু পরে হালি ঢলি।।
লবনি অবনী ধরা বহে শ্যাম অঙ্গে।
গঙ্গা মিশাইয়া যমুনা তরঙ্গে।।
নির্মিত অমরা পুরী হরি রসের খেলা।
ভবানন্দে বলে ধন্য গোপের আঙ্গিনা।।

৭

কান্দিও নারে মায়ের গোপাল
গলা ভাঙবে রসে ।
পাজুন গড়াইয়া দিমু যতো সোনা লাগে ।।
নন্দ গেল বাথানে যশোদা গেল জলে ।
শূন্য গৃহ পাইয়া গোপাল ননী চুরি করে ।।
পিড়ির উপরে পিড়ি তাতে পদ থইয়া ।
তথাপি না পায় ভান্ড হস্ত বাড়াইয়া ।।
পাজনে ছেদিয়া ভাণ্ড চেষ্টে মুখ পাতে ।
স্বাবলানি খাইলো দেখ শ্রী জগতের নাথে ।।
জল লইয়া নন্দ রানী আইলো ধীরে ধীরে ।
পড়িয়াছে লবনিধারা সকল মন্দিরে ।।
কে খাইলো কে খাইলো লনি বলে নন্দ রানী ।
কানাইয়া উঠিয়া বলে আমি তো না জানি ।।
বলাইয়ে উঠিয়া বলে খাইয়াছে কানাই ।
গাভী বন্ধন ডুর দিয়া বান্ধহ কানাই ।।
খাইলে দধির সর এতে নাই মোর ভর ।
পূর্ব খালি দধির ভান্ড ভাঙ্গিলে কোমর ।।
ঘাঘুর ঘুঘুর শুভে গোপালের গায় ।
হের দেখ ননী চূড়া দৌড়াইয়া যায় ।।
হস্তে বাড়ী নন্দ রানী গোপাল কে নিল খেদাইয়া ।
লম্ফমারি উঠে গোপাল কদম ডাল বাইয়া ।।
লাম লাম যাদুরে বাঁছা পাড়িয়া দিমু ফুল।



৮

কদম ডাল ভাঙ্গিলে বাছা মজাইবাই গকুল।।
কোমল কদম্ব ডাল ভাঙ্গিব পদ ভরে।
আর কেবা খাইছে রানী যশোধার ঘরে।।
মিছা মায়া কর মাগো বাড়ি লইয়া হাতে।
লামিলে খেদাইয়া মার বায় কি করিব পাছে।।
ফেলাইলাম হস্তের বাড়ি দেখ সুধা হাত।
মায়ের কণ্ঠে ভর করিয়া লামইন যদু নাথ।।
দিয়াছিলে তার বলয় মাগো লইয়া যাও তোর ঘর।
দধি দুগ্ধ আপন হইল আমি হইলাম পর।।
এই তার বলয় বাছা দেও আমার হাতে।।
এই ছলে নন্দরানী ধরে যদুর হাতে।।
মায়াছল দিয়া রানী গোপালকে ধরিল।
গাভী বান্ধন ডুর দিয়া গোপালকে বাধিলো।।
যার ঘরে আছে যত আন বাঁধন দড়ি।
এখনে ননী চুরা যাইবায় কার বাড়ি।।
হস্তে বন্ধন পদে বন্ধন দিয়া পাটের ডুর।
রাখাল মেলে রইল কোটা কানাই ননীচুর।।
বান্ধিও না , বান্ধিও না মাগো বন্ধন জ্বালায় মরি।
মাতুল ঘরের ধেনু রাখি শুধব লনীর কড়ি।।



৯

দাদা রে ও বলাই, দেখ মায়ে মোরে
বাঁধিয়া থইল।
বাঁধিয়া থইল।।
কার মা হইয়া এমন করে,
দেখ লনীর লাগি বাঁধিয়া মারে ।
আমরা সবে মিলি খাইলাম লনী,
আমারে বন্ধিল রানী।।
বন্ধনের ভীষণ জ্বালা
কৃষ্ণের দুই হস্ত হইল কালা।
তোমরা যে ভাই ভকত হও, বান্ধনটি
খসাইয়া লও রে— ও বলাই।।



১০

আমাকে পলাইয়া যাবে কত দূরেরে
যাদব চাঁন্দ দৌড়াইয়া যাইবায় কত দূর।
সর লবনী খাইয়া গোপাল গেল দৌড় দিয়া ,
মায়ের খেদাইয়া ধরিল রানী চুরা ।।
ক্রোধে যশোধা কাপে, অধরে বসন চাপে
বাঁচা আমি না মারিমু তরে।
গো কন্ঠের ডুর দিয়া উদুখলে বান্ধ নিয়া
যেন না যায় রাখালের মিলে ।।

আশিয়া দেখিল নন্দ উদুখলে গোপাল বন্ধ
বিস্তার তরজিল নন্দ রানী।
যশোদা কে মন্দ বলি , খসাইলো বন্ধনের দড়ি,
যদু চাঁন্দ তুলিয়া লইয়া কোলে ।।
সুখদেব নারদে বলে ভজগিয়া গোবিন্দ পদে
মহামনি স্তব করে জলে।
তুইন মায়ের কঠিন হিয়া , লবনীর লাগিয়া
গোপালকে বান্ধিয়া ছিলে উদুখলে ।।

১১

গগনে উদয় বেলা বাড়িতে লাগিলা।
শ্রীদাম সুদাম তারা বাথানে সাজিল ।।
কানাইর আগে বাহির হইলো বৎস সহ ধেনু।
যাইবা কি-না যাইবা মাঠে বল রাম কানু ।।
মায়ের বচন শুনিয়া বসিয়া রইলায় ঘর ।
নিতি নীতি কে ডাকিবে কে তোমার নফর ।।
এই নগরে থাকি খেলারই দোষর।
প্রেম অনুরাগে বুঝি তোমার নফর ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দ রানী।
মাঠে যাইতা যাদু চান দেও সর ননী ।।



১২

বাথানে ওরে হরিধন বাথানে যাও ।
মা তোমার নিচনী মরি নবনি যাও ।।
চূড়া দিলাম ধড়া দিলাম ননী দিলাম যাইতে ।
ধেনু লইয়া চল গোপাল বলরামের সাথে ।।
মায়ের বচন গোপাল না শুনিল কানে ।
উলঠিয়া বলিল গোপাল না যাইমু বাথানে ।।
মুই যদি জানিতাম বাছা না যাইবে বাথানে ।
ধেনুটি দোহাইয়া লইতাম প্রভাত সময়ে ।।
কালা গাই কপিলা বাছুর না দোহাইলে নয় ।
বাছুরী বন্ধনে রইল নন্দ গৃহে নয় ।।
মায়ের বচন গোপাল শুনিল যে কর্ণে ।
ধেনু দোহিবারে গোপাল চলিল বাথানে ।।
কালা কৃষ্ণ ধলা ধেনু দোহে আপন সুখে ।
ভান্ডেত না ধরে দুগ্ধ ঢালে চাঁন্দ মুখে ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুনে নন্দরানী ।
মাঠে যাইতা যাদু চান্দ দেও সর ননী ।।

১৩

ওরে গোপাল কৌতুকে বাড়াও রে বেলা ,
বসিয়া মায়ের কোলে ।
ননী খাইয়া ভুইলা রইলে যশোদা ,
মায়ের কোলে ।।
কালা কপিলা সকলি ধেনু দাঁড়াইয়া ,
আছে রাজ পথে ।
অবিরত বলাইর বাঁশি ভাইয়া ,
ভাইয়া ডাকে ।।
শ্রীদাম সুদাম ভাইয়া বলরাম ,
দাঁড়াইয়া আছে রাজপথে ।
তোমার বিলম্বে ধেনু কেহ না ,
চাইয়াছে ।।
ধেনুটি চড়াব, খেলাটি খেলিব ,
চান্দ মুখ হেরিব মনরঙ্গে ।
পাগল শঙ্কর দাসে বলে ,
আমারে নিও সঙ্গে ।।

১৪

আসিয়া নন্দের গৃহে, শ্রীদাম দাঁড়াইয়া বলে ,
গোষ্টেনি যাইবায় রতন মনি ।
চরণে নুপুর দিয়া, পীত ধড়া পইরাইয়া,
গোপাল সাজাইল নন্দ রানী ।।
এসো বাছা বলরাম, মায়ের নবীন শ্যাম,
গোপালকে সপিলাম তোমার হাতে ।
আমার একটি কথা ধর , রবির তরঙ্গ বড়,
বসন ভিজাইয়া দিও সাথে ।।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে গোষ্ঠে যায় নানা রঙ্গে,
অঞ্চলে বান্ধিয়া দিলাম লনী ।
তোমারা সবাইয়ে খাইও জোড়ে সিঙ্গাঁ বাজাইও
আঙ্গিনা বসিয়া যেন শুনি ।।
দশ পঞ্চ পুত্রযার ভাগ্যমতী মা ও তার ,
কেহ হাটে কেহ মাঠে কেহ গোষ্ঠে যায় ।
আমি মা ও অভাগিনী, একা মাত্র নীলমণি,
কংসে ধরিয়া নিতে চায় ।।

১৫

আরে ও বলরাম , বলরাম ফিরিয়া যা
, তোর গৃহেতে ।
নীলমণি ধন দিব না আজ
গোষ্টেতে ।।
তোরা শুনরে বলাই, মায়ের একেলা
কানাইরে,
মায়ের আর তো লক্ষ্য নাই ।
গোপাল যদি নেওরে মাঠে,ও বলরাম
পাষান দেও মায়ের বুকে তে ।।
আজি দেখিয়াছি স্বপন, বাছা আমার
, ডুবিয়া রইহই কালিদয় সাগর ।
আর যত রাখাল গণ কান্দিয়া বেড়ায়
বনেতে ।।
যখন লাগাবে রৌদ্রের তাপ, তখন ছুটবে
মুখের ঘামেয়ে মায়ের নবঘন শ্যাম ।
অঞ্চলেতে ঘাম মুছাইয়া রে হরি
রাইখো ছায়াতে ।।
তারা সব রাখাল মিলি , নাচে হরি বল বলি,
নাচে দুই বাহু তুলি ।
পাগল শংকর দাসে বলে , ও বলরাম
কি অপরূপ দেখিলে ।।

১৬

শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুন মাগো নন্দরানী
নিতী নিতী যাই মোরা বলে।
যতেক রাখাল মিলি মাঝে রাখি বনমালী
ধেনু বৎস চড়াই কাননে ॥
মোহন মুরলী স্বরে, নানা ছন্দে গান করে
ভুবন ভোলায় সেই রবে ।
শুনিয়া মুরলি রব ,দিব্যমূর্তি লোকসব,
আসি দর্শন করে সবে ॥
হংসের উপরে চড়ি, চতুরমুখে মন্ত্র পড়ি
স্তব করে কানুর চারি পাশে।
তারপর এক রথে ঐরাবত বজ্রহাতে
দেখি মোরা পালাই তোরাসে (ত্রাসে) ॥
ক্ষিপ্ত প্রায় একজন বৃষ পৃষ্ঠে আরোহন দিয়া
সিঙ্গা -ডুমুরে নিশান ।



১৭

শিরে জটা ত্রি-লোচন, ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ ,
সদাই জপয়ে রাম নাম ॥
তার বামে এক নারী, তুলনা দিবারে নারি ,
রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণ কান্তি শশীমুখী, ভালে লোভে তিনআঁখি
কোলে করি রহে গিরি ধরে ॥
কোলে করে গিরি ধরে , ননী খাওয়ায় দশ
করে কত ননী খায় তার করে।
বলে পরে বাছা কানু, আনন্দে চড়াও ধেনু ,
কাননে নাহিক ভয় তোরে ॥
এদাস শ্রীদাম এ কয়, মা তুমি না কর ভয়,
কানু গেলে বড় সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায়ায় , বসিয়া মুরলী-বায় ,
আমরা সবে ধবলী চরাই ॥

সাজন

১

সাজ সাজরে ভাই এ গোষ্ঠ বিহার ।
সিঙ্গা-বেনু বেত বাঁশী লইয়া আপনার ।।
ধাড়গ-ধুগড় বাজে বাজেরে দামামা ।
চৌদিকে বেনুর রবে পুরে হাম্বা হাম্বা ।।
নীল পীত ধড়া শ্যাম পরিয়া আপনি ।
চন্দনের তিলক দিলা যশোদা রোহিনী ।।
সাজিলা নন্দের সূত নানান প্রবন্ধে ।
গোষ্টের সাজন গায় দ্বিজ ভবানন্দে ।

২

চূড়া বান্ধি দেও গো রানী গোপাল মাঠে যাই ।
ভাইয়া বলরামের সাথে গোধেনু চড়াই ।।
প্রথমে বান্ধিল চূড়া শ্রীদাম সুদাম ।
সেই চূড়া খসাইলো ভাইয়া বলরাম ।।
বান্ধিও না বান্ধিও না চূড়া পাজুন দেও হাতে ।
বান্ধিব কানাইর চূড়া যাইতে রাজপথে ।।
চূড়া বান্ধে নন্দ রানী নবগুঞ্জা দিয়া ।
চন্দনের তিলক দিল চাঁদ মুখ চাইয়া (নিচিয়া) ।।
বসন ভিজল রানীর দুই নয়নের জলে ।
সাজাইতে ঘামিয়াছে মুখ আইস মায়ের কোলে ।।
ভূমিতে পড়িল রানী অচৈতন্য হইয়া ।
যারে দেখে তারে ডাকে গোপাল চাঁদ বলিয়া ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণবদাসে শোনরে কালিয়া ।
বিদায়ত না দেয় মায়ে কান্দিয়া কান্দিয়া ।।



৩

তোরে সাজাইল কেরে গোপাল সাজাইল কে ।
হস্তেতে মোহন বাঁশিরে মায়ের গোপাল চূড়া দেখি মাথেতে ।।
তোমার উদরে রাখি বড় পাই দুঃখ ।
সব দুঃখ পালরিলাম রে দেখিয়া চাঁন্দ মুখ ।।
দশ না হয় পঞ্চ না হয় মায়ের একা নীলমণি ।
বহু আশা ছিল মনে রে ডাকিবায় জননী ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দ রানী ।
মাঠে বিদায় দেও না কেন গো ও মা নন্দরানী,
তোমার নীলমণি ।।

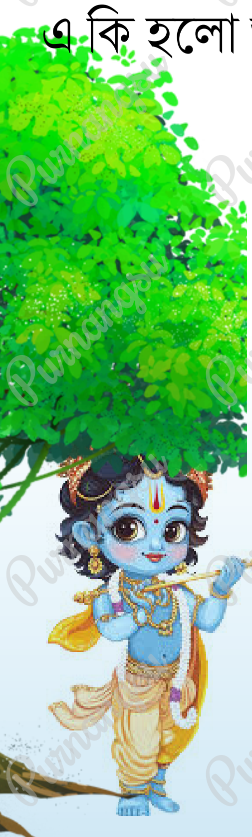
৪

হরিধন বাহির হইলারে ।
দেখ কাল-কপিলা সকলি ধেনু, সঙ্গে চলিল রে ।।
সুবর্ণের ছত্র মাথে, ক্ষণেক পাঁজুন হাতে ।
ঝাঞ্জু হরতাল মৃদঙ্গ ভেনু সঙ্গে চলিল রে ।।
আগে চলে লক্ষ্য ধেনু, তার কাছে রামকানু ।
কান্দিয়া কান্দিয়া যশোদা রানী সঙ্গে চলিলা রে ।।
কত দূরে গিয়া রানী , বলাই রে আনিলে ডাকি ।
বলাইর হস্তে যশোদা রানী কানাইরে সপিলারে ।।
শ্রীরাম সুদাম দাম , শুনো বাছা বলরাম ।
তোমরা সবাইয়ে মিলিয়া একত্র হইয়া , কানাইরে রাখিও রে ।।
বৈষ্ণব দাসে গায় , রাম কানাই মাঠে যায় ।
তোমরা গোকুলের গোপীগণ , বাহির হইয়া
শ্রীচরণ চাঁদমুখ চাইয়া লও রে ।।



,৫

গোষ্টে চলে যদুমনি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি,
সিঙ্গা বেনু মুরলী রসাল।
হৈ হৈ রাখালে বলে, হাম্বা রবে ধেনু চলে,
আগে পাছে গো-ধেনুর পাল ।।
চলিলা শিশুর সঙ্গে, ধেনু চালাইয়া রঙ্গে,
যাবট নগর পথে যায়।
বৃষভানু সুকুমারী, অট্টালিকা পরে থাকি,
অনিমেষে চাঁন্দ মুখ চায় ।।
নিরখি গোলক ইন্দু উথলিল প্রেম সিন্ধু,
অবশ হইল প্রেম জ্বরে।
লাজে কিছু নাহি কয়, মুখ নিরখিয়া রয় ,
কাঁদে রাই মদনের জ্বরে।
কি হইল কি হইল বলি , বিশাখা ধরিল তুলি ,
শুনিয়া জটিলা আইলা ধাইয়া।
এ কি হলো আকস্মা্ত, মোর শিরে বজ্রাঘাত ,
এত বলি পড়ে মুরছিয়া।।
বধু মোর মৃত প্রায় , করি আমি কি উপায়,
তোমরা কিছু জানো বল মোরে।
ললিতা বলে গো আই, হলধরের ছোট ভাই,
ভালো মন্ত্র জানে বলি তোরে ।।
ধাইয়া জটিলা যায় , ধরে গিয়া কৃষ্ণের পায়,
ওহে কৃষ্ণ দাও বধূ দান।
কি যে হলো আকস্মাত, মোর শিরে বজ্রাঘাত,
মাইয়া রাখ বধুর পরান ।।
চলিলা চতুর শ্যাম , জিজ্ঞাসিয়া বধুর নাম,
মন্ত্র পড়ি অঙ্গে দিলা হাত।
পড়শে সরস অঙ্গ,সব জ্বর হইল সাঙ্গ,
রায় শেখর করে প্রণিপাত ।।



৬

হরি বনে যায় ওরে আমার গোপাল বনে যায় ।
ও বলাইর হস্তে সপিয়া দিলা, নন্দরানী মায় ওরে ।।
আগে ত না যাইওরে বাছা, পাছে ত না রইও ।
ও দুষ্ট কংসে লাগাল পাইলে , পরাণে বধিব ।।
রৌদ্র লাগিলেরে বাছা থাকিও তরুতলে ।
ও মুখখানি মলিন হইলে পাখালিও জলে ।।
হর-গৌরী পূজিয়া মায়ে মাগিয়া লইলা বর ।
ও কুশলে আসউকা ঘরে বলে ভবানন্দ রে ।।

৭

হায় ওরে হায় ওরে হায় ওরে হায় ।
আমার দুখের গোপাল কাননে যায় রে ।।
আমার দুখের গোপাল না হয় প্রবীণ ।
সুধাকুলে (কি চাহিয়া) বন্ধিব সারাদিন ।।
নন্দ আনন্দ হইয়া বসিয়া রইলায় ঘরে ।
আমার গোপাল ধরিয়া নিব কংস রাজার চরে।
বলইন তো বৈষ্ণবদাসে শুন নন্দ রানী ।
কংসে কি ধরিতে পারে দেব চূরামণি ।।



৮

যাও গিয়া ভুবনে গো রানী যাও গিয়ে ভুবনে ।
তোমার গোপাল আনিয়া দিব অবসানে ।।
তোমার গোপাল মাঠে গেলে রাখিব বসাইয়া ।
সবাইয়ে রাখিব ধেনু চাঁন্দ মুখ চাইয়া ।।
তোমার গোপাল মাঠে গেলে বড় পাই সুখ ।
বেণু রবে ধেনু আনে এ বড় কৌতুক ।।
তোমার গোপাল মাঠে গেলে কিনা মন্ত্র জানে ।
ক্ষুদা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে ।।
বলইন তো বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দরানী ।
লইয়া যাইয়ার তোমার গোপাল আনিয়া দিব আমি ।।



সখ্য খেলা

১

গঙ্গা স্নানে চল যাই রে রাখাল ভাই,
যমুনা স্নানে চল যাই ।
স্নানে পরম ধন পাই যাইবায় কি না যাইবায়
ভাইয়া বল মোরে, দাঁড়াইয়া শ্রীরাম
দাঁড়াইছে সবার আগে । দেবের দেবতা তুমি,
গোয়ালের বালক আমি দয়া কারণে ডাকি ভাই।
সকল রাখাল মিলি, ফুলের আসনে করি,
আজ্ঞা কর কান্ধে লইয়া যাই ॥

২

সকল রাখার মিলি খেলা আরম্বিলা ।
রাম-কানাই দুই ভাই দুই দিকে দাঁড়াইলা ॥
শ্রীদামে কানাই এ খেলা বলাই এ সুবলে ।
এইমত আর সব শিশু গণে খেলে ॥
কানাই হারিয়ে কান্দে কয়রে শ্রীদাম ।
সুবল হারিয়ে কান্দে করে বলরামে॥
বংশীবটের তলে রাখিবারে যায় ।
হেরি সব শিশুগণে সিঁঙ্গ যে বাজায় ॥
শ্রীদাম কানাইর কান্ধ হইতে নামিল।
আবা আবা রব দিয়া নাড়িতে লাগিল ॥
এ দাস মাধবে বলে অপরূপ নহে ।
প্রেমের অধিক নাই সাধু লোকে কহে ॥



৩

ভাগ্যমতি যমুনা জলে রাম কানাই।
ও কানাই পুন্যমতি যমুনা জলে ।।
অনেক হইল বেলা শুকাইলো পথের ধুলা কানাই।
কানাই আজ্ঞা কর যমুনাতে যাই ।।
কেওরর হাতে কেহ ধরি চলিলেন সারি সারি।
কানাই চলিয়া গেলা যমুনার জলে ।।
মিলিয়ে রাখাল গণ সর্ব অঙ্গে বয় ঘন।
কেহ ঝাঁপ দিলা যমুনার জলে ।।
সুবলে ভরিয়া ঝারি, ভরিল যমুনার বারি কানাই।
ঢালিয়া দিলা গোবিন্দ উপরে ।।
স্নান করিয়া হরি বস্ত্র পরিধান করি কানাই।
ও কানাই বসিয়া রইল কদম্বের তলে ।।
বংশী বদনে কয় রাম কানাই স্নান হয় কানাই।
ও কানাই বাম করে রাখিয়া মুরারি ।।

৪

হরিরে পাতিমু বনে রাজারে রাখাল ভাই
কানাইরে পাতিব বনে রাজা।
আনন্দে মিলিয়ে সব
প্রজা ।।
সকল রাখাল মিলি ভরিল যমুনার বারি,
ধোয়াইবো সবে সবার ধেনু।
ফুলের ছত্র বানাইয়া , রাম কানাইর উপর দিয়া
ব্রজ শিশুয়ে পুরে মোহন বেনু ।।
বলাই হইবা অধিপত্য, বধিবা কংসের দৈত্য,
অনন্ত অর্জুন লইয়া সঙ্গে।
ঘরে ঘরে দোহাই দিয়া রাম কানাইর
গুন গাইয়া গোকুলে বেড়াব আজি রঙ্গে ।।
বিচিত্র যমুনার ঘাট, তাতে কৃষ্ণের রাজ্য পাট,
পুষ্পে বানাইয়া সিংহাসন ।
ফুলেশ্বরে বলে ওকি কানাই মহিমা দেখি ,
বৈকুণ্ঠ সমান বৃন্দাবন ।।



৫

একই পরিধান দেখি সবাইর পিন্দন ধড়া ।
ভাইরে কানাইর পরিধান দেখবামে বান্ধা চূড়া ।।
একই নূপুর দেখি সবাইর পায় ।
কানাইর নুপুরে দেখি পঞ্চম গায় ।।
একই তিলক দেখি সবাইর কপালে ।
কানাইর তিলক দেখি চন্দ্র শুভা ধরে ।।
যাত্রা করিয়া দিলা শ্রীধর পন্ডিতে ।
রাখালের ঠাকুর কৃষ্ণ বলিয়া সিংহাসনে ।।
শ্রীদামে ধরয়ে ছাত্র থামেতে সুদাম ।
জয় মঙ্গল রাজটিকা দিলা বলরাম ।।
তথাই তথাই থইয়া বাজেরে সানাই ।
আজ মাঠে হইলা রাজা শ্রীনন্দের কানাই ।।

৬

চলরে সুবল সখা মুনির পত্নী যথা ।
খুঁজিলেমে পাইবায় অন্ন কইও কৃষ্ণের কথা ।।
একেত সুবল সখা আর আজ্ঞা পাইয়া ।
মুনির আশ্রমে সে যে যায়রে চলিয়া ।।
ডাকিয়া সুবলে বলে অন্য দেও গো মনি ।
ঠাকুরে পাঠাইছন মোরে শুনিয়া যজ্ঞের ধ্বনি ।।
দিবায় কিনা দিবায় অন্ন বল এক বোল ।
রাম কানাই দুইটি ভাই ক্ষুধায়ে আকুল ।।
কোথায় তোমার রাম কানু আমি তো না জানি ।
যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে অন্ন দিতে পারি ।।
রাম কানাই দুইটি ভাইয়া ক্ষুধাতুর হইয়া ।
কাননে রইয়াছে তারা গোধেনু চরাইয়া ।।
কাটিতে না রহে ধড়া ঘামে তিতে তনু ।
রাখানে না রাখালে অন্ন কেমন রাখবা ধেনু ।।
বাহির হইলা মুনির পত্নী মিষ্ট অন্ন লইয়া ।
রাম কানাই এ করউকা ভোজন সব শিশু লইয়া ।।
ধন্য-ধন্য মুনি-পত্নী সাফল্য জীবন ।
আজিকুয়া বৈকুন্ঠের নাথে করাইল ভোজন ।।



৭

খেলে রাম রাম রাম কানাই।
যমুনা তরুর ছায়ায় খেলে দুনো ভাই।।
সবাই সমান খেলা বাটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পন কৈল ।।
যে জন হারি ভাই কান্ধে করে নিবে।
বংশী বটের তলে নিয়া রাখিয়া আসিবে ।।
দুই দিকে দুই ভাই আসি দাড়াইলো।
যার যেই খেলা সব বাটিয়া লইল।।
শ্রীদাম সুদাম আদি কানাইর দিকে রইল।
সুবল বলাইর দিকে নাচিতে লাগিল ।।
শ্রীরাম কয়ে মোরা কানাইর দিকে হব।
কানাই হারিলে আর কান্ধে না চড়িব ।।
এ মতে বাটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিল।
সঘনে গভীর নাদে খেলিয়া চলিল।।
ঘন রাম দাসে বলে দেখিয়া বলাই।
আপনি শাতুলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই ।।



৮

বলে দে রে দাদা বলাই কোন বনে গিয়া
লুকাইলো কানাই।
শোকানলে দহে তনু কোথায় রইল
গুণের ভাই ।।
সঙ্গে করি লইয়া আইলাম, কর্মদোষে হারাইলাম,
বনে আনিয়া বনবাস দিলাম।
কানু না পাইয়া আমরা কোন বনে
চলে যাই।।
পিতা নন্দ কেঁদে অন্ধ, বিনে হরি প্রাণ গোবিন্দ,
আমাদের সবাইর কপাল মন্দ।
কানু বিনে মা যশোদার কুলে লইবার
লক্ষ্য নাই ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে, কানু রইল গহিন
বনে, আমরা সবাইর কপালের ফেরে।
বৃন্দাবন অন্ধকার হইল , গোকুলে আনন্দ নাই ।।

৯

কাননে ভোজন বিহার রাম কানাই
কাননে ভোজন বিহার।
ভোজনের হইল বেলা হংস চড়ি ব্রহ্মা আইলা
মিলিলা যতেক দেবগন ॥
ঘৃত মধু দধি স্বর, আর যত বন ফল ,
খাইতে যতেক উপহার।
কেওরর ভোজন হাতে হাতে , কেওরর ভোজন
বৃক্ষের পাত্র, প্রভুর ভোজন সুবর্ণের থালে ॥
কেহ ভাজি-বুঝি খায় , কেহ করপাতি যায়,
কোন শিশু উদর দেখায়।
কেহ বলে রাম কানু, সবাইয়ে রাইখাছি ধেনু
এগু বলো বলিয়া কেহ যায় ॥
ভোজনের হইল শেষ, নন্দ আসি প্রবেশ,
দই দুধ আনিল পঞ্চ ভার।
দধি দুগ্ধ সর গুটি, পুনঃ পুনঃ দেয় বাটি,
সমভাবে একই সমান ॥
বংশী বাদনে কয় অবশেষে যত রয় ,
প্রভু তাহে দিও মুই অধ মেরে ॥



১০

তরুতলে করোহে বিশ্রাম রাম-কানাই
তরুতলে করহে বিশ্রাম।
বামে সুবল বৈসে দক্ষিণে বলরাম ॥
লবঙ্গে আনিয়া জল ধুয়াইলো দুই পাও ।
চূড়ায় চন্দনেরে অর্জুনে লেপে গাও ॥
কেহ উরে কেহ পৃষ্টে কেহ পদ সেবে ।
শোভায়ে তাম্বুল যোগায় কর্পূর বেষ্টিত ।
ভাঙ্গিয়া বৃক্ষের ডাল রাখালে গায় গীত ॥
গোবর্ধন পর্বতে বলে কৃষ্ণের বচন মধুর ।
কৃষ্ণপদ দর্শনে দুঃখ যায় দূর ॥
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন বলরাম ।
রাখালের ঠাকুর কৃষ্ণ করিলা বিশ্রাম ॥

১১

ত্যজহ বিশ্রাম রাম-কানাই ত্যজহ বিশ্রাম ।
ঘোর বনে গেল ধেনু ডাকে বলরাম ॥
কালা গাই কপিলা বাছুর গেল ঘোর বনে ।
রাখালে জায়গায় কৃষ্ণের ধরিয়া চরণে ॥
নবীন তৃনের লোভে ধেনু বেড়ায় চঞ্চল ।
জাগিয়া বসিলা কৃষ্ণ নেতের অঞ্চল ॥
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুনরে শ্রীদাম ।
জাগিয়া বসিলা কৃষ্ণ ত্যজিয়া বিশ্রাম ॥

ফিরা গোষ্ঠ

১

কানাই ডাকে সব সখা রাখাল ভাই
মায় দিয়াছে লবনি আমরা সবে বাটিয়া খাই ।।
লাগাল ক্ষুধা বলাই দাদা, লনী কার কাছে
কি আন চাই, কেহআনিয়া বৃক্ষের পাত,
কেহ পাতিয়া যায় হাত মধ্যে বসিয়াছে ব্রজরাজ ।
বাজাও বেনু আসবে ধেনু শীঘ্র খাও লবনি

নিহে যাই ।। তারা সব রাখাল মিলি, করি
রসের মন্ডলীরে, মধ্যে রাখি্য়াছে বনমালী
নুপুর সাজে ঘুঘুর বাজে, আগে নাচিয়া যায়
কবলি গাই।। নিজের চর্চা না রাখি, আমার
মন হইল একটা পাখিরে, উড়িয়া মায়ের
মুখ দেখি । আমি বিনে মরব প্রাণী, ভবে
আর আমার মায়ের লক্ষ্য নাই।।বেলা দেখি
অবসান, মায়ের উড়িয়াছে পরান রে, পথে
রাখিয়াছে দুই নয়ন ।।
বিদ্যা বলে গৃহে আইলে,
দেখি শীতল হয় যশোদার প্রাণ ।।

২

পাল জড় কর শ্রীদাম শান দেও সিঙ্গায় ।
সঘনে বিষম খাই নাম ধরে মায় ।।
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া ।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাহিয়া ।।
বেলা অবশান হইল চল যাই ঘরে ।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ।।
বলরাম দাসে কয় শুনি কানাই এর বোল ।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল ।।



বাজার করার গান

১

কানাই পার করিয়া দেও রে মথুরার হাটে যাই।
মথুরার হাটে গিয়ে বিকি কিনি চাই ॥
তুমিতো সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা নাও।
ভাঙ্গা নায়ে খেওয়া দিতে কিবা সুখ পাও ॥
ভাঙ্গা না হয় রাঙা না হয় গজাইল রোখের সারা।
তুমি তো মনুষ্য কত হস্তি করি পার ॥
আগা ছাপি থও গো পসার ঘোড়া চাপি বস।
ফুটা ফুটা মিছ পানি লজ্জা কেন ভাব ॥
শ্রী হরি বলিয়া রাধে নৌকাতে উড়িলা।
জয় হরি বলিয়া কানাই নৌকা চালাইলা ॥
হেইয়া হেইয়া হেছিয়ারে কানাইয়ে বৈঠা বায়।
আস্তে আস্তে মারে টান রাধার পানে চায় ॥
মাঝ গাঙে নিয়া কানাই নৌকা করল কাইত।
তুমি তো ভাগিনা কানাই দুইপারি ডাকাইত ॥
আর কতখান নিয়া কানাই নায়ে মারল জাতা।
উড়িল রাধিকার প্রাণ (নায়ের) পচা গুড়া॥
তুমি তো ভাগিনা কানাই আমি তোমার মামি।
কোন সমন্ধে কর রহস্য আমি তো না জানি ॥
পুরানে শুনিয়াছি আমি তোমার মা ভাগিনি।
সেই সমন্ধে কর রহস্য নাতিন লাগ তুমি ॥
সাক্ষী রইও চন্দ্র সূর্য, তোমরা ও রইও সাক্ষী।
কানাইয়ে ডুবাইয়া মারল তার সুন্দর মামি ॥
লাল পাগড়ি মাথে কানাইর নীল বৈঠা কান্দে।
একই হিক্কায় লইয়া গেল মথুরার হাটে ॥
শ্রী গোবিন্দ দাসে বলে শুনরে কানাই।
পার হাটে চলইন রাধে ভাগ্যমতি রাই॥



২

ধেনু চালাও শীঘ্র গৃহে যাই দাদা শ্রীদাম রে
ধেনু চালাও শীঘ্র গৃহে যাই।
চালাও গো ধেনু যত বিলম্ব নাহিক আর,
শ্রীদাম সুদাম দাদা বলাই ॥
উপরে করহ দৃষ্টি সাজাইয়াছে ঘোর
বৃষ্টি আচ্ছাদিয়া আছে দিবাকর।
কোলাহল রবে তবে ,গো-ধেনু চালাও সবে,
মুরারি পুরউকা যদু বর ॥
পর্বত কন্টকময়, উচনীচ যাহা হয় প্রকাশ
থাকিতে যাই ঘরে।
দ্বিজ কুল চন্দ্রের বাণী, বনে রইলো যদুমনি,
মাও রইলা পথ পানে চাহিয়া ॥

৩

চল গৃহে যাইরে শ্রীদাম চল গৃহে যাই।
প্রভাতে আসিতে মায়ে দিয়াছে দোহাই ॥
যেই কালে আসিলাম দাদা ধেনু বৎস লইয়া।
আমার মা যশোদা রইছইন পথ পানে চাইয়া ॥
বৎস হারা ধেনু যেন হাম্বা রবে ধায়।
তেমনি মত আমার মায়ে কাঁন্দিয়া বেড়ায় ॥
জনমিয়া জননীর কোলে না পাইলাম ঠাঁই।
ত্রি জগতের লক্ষ্য আছে আমার লক্ষ্য নাই ॥
ওই যে দেখরায় চন্দ্র সূর্য তারা দুইটি ভাই।
জননীর শাপে তারা হইছইন ঠাই ঠাই ॥
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুনরে বলাই ।
এখন আমরা ধেনু লইয়া চল গৃহে যাই ॥

৪

ধেনু চালাওরে শ্রীদাম বাঁশিতে দিয়া শান
শুনিয়া যশোদা মায়ের জুড়াওক পরান ॥
বেলা হইল অবসান রবি গেল দূর।
ডাকিয়া সুবলে বলে হারাইলাম বাছুর ॥
কালা গাই কপিলা বাছুর পালের প্রধান।
সে ধেনু হারাইয়া বাছার উড়িয়াছে পরাণ ॥
বৃক্ষে থাক শুকশারি ভ্রমিয়া দেখ দূর।
তোমরা নি দেখিয়াছ যাইতে কপিলা বাছুর ॥
বৃক্ষে থাকি শুকশারি ভ্রমিয়া দেখি দূর।
আমরা কি চিনিতে পারি কার কোন বাছুর ॥
বলইন শ্রীবৈষ্ণব দাসে হইয়ো আকুল।
ভজ গিয়া গোবিন্দ পদে পাইবায় বাছুর ॥



চাঁদমুখে

১

চন্দমুখে দিয়া বেনু, নাম লইয়া সব ধেনু।
ডাকিতে লাগিলা উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া কানুর বেনু উর্ধমুখে ধায় ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পৃষ্টের উপরে।
অবসান বেনুবর বুঝিয়া রাখাল সব ,
আসিয়া মিলিলা নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরাইয়া একত্র কৈল,
চালাইয়া গোকুলের মুখে ॥
শ্বেত কান্তি অনুপাম , আগে চলে বলরাম
আর শিশু চলে ডাইনে বামে।
শ্রীদাম সুদাম পাছে , ভাল শুভা ধরিয়াছে ,
তার মধ্যে নবঘন শ্যাম ॥
ঘন বাজে সিঙ্গাবেনু গগনে গোখোর রেনু,
পথচলে করিকত ঢঙে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘন ঘন ,
বলরাম দাস চলে সঙ্গে॥



শিঙ্গা বেনু একস্থান করিয়া দেওলশান
শুনে তবে ব্রজের যত লোক।
মাতাপিতা আনন্দিত কুলবধু পুলকিত ,
ঘুচল সবার মন দুঃখ॥
যাবোট গ্রামের কাছে , সবে নিজ ধেনু বাছে
বিদায় হইল জনে জনে।
শ্রী গোবিন্দ দাসে কয়, রাখাল আনন্দময় ,
চলি আইলা আপন ভবনে ॥

কেনা বেচার গান

১

রসের দোকানদারি করছে প্যারি মথুরার
বাজার হাটে ।
যে দোকানে যাইন গো রাধে দধী কিনি
বারে।
সেই দোকানে যাই গো কৃষ্ণ শঙ্খ।
কিনি বারে।।
বউ নাই ভাগিনা কানাই শঙ্খ কিন কেনে।
বউ নাই গো সুন্দর মামি, পরাই মু তোমারে।।
যেই দোকানে যাইন গো রাধে নাড়ু কিনিবারে।
সেই দোকানে জাইন গো কৃষ্ণ সিঁদুর কিনিবারে ।।
বউ নাই ভাগিনা কানাই সিন্দুর কিন কেনে।
বউ নাই গো সুন্দর মামি পইরাইমু তোমারে ।।
যেই দোকানে যাইন গো রাধে মধু বেঁচি বারে।
সেই দোকানে যাইনগো কৃষ্ণ শাড়ি কিনে বারে ।।
বউ নাই ভাগিনা কানাই শাড়ি কিন কেনে।
বউ নাই গো সুন্দর মামি পইরাইমু তোমারে ।।
হাটের বাজার শেষ করিয়া গৃহে গেলা রাই।
দ্বাদশ গোপালের স্থানে মিলিলা কানাই।
এক্ষুনি চালাও ধেনু মায়ের কাছে যাই ।।

২

তোরে ডাকে যশোদা মায়েরে ,আইস রতন মনি ।
ননী লইয়া ডাকে তরে মাও অভাগিনী।।
দধি দুগ্ধ সরের ননী, থইয়াছি টাঙ্গাইয়া।
শরীর বিদরে মায়ের, সে ও ননী চাইয়া ।।
এক শিশু আইলরে ধাইয়া কান্দিয়া বার্তা কয়।
তোমার পুত্র গোবিন্দ রয় মজিলা কালিদয়।।
কালি দহে ঝম্প দিয়া শরীর কৈল কালি ।
পুত্রশোক যশোদারে কেবা দিল গালি।।
যথাতথা যাওরে হরি আইস মায়ের কোলে ।
খানিক বিলম্ব হইলে ঝাঁপ দিব জলে ।।
যদু বংশে জন্ম রে হরি জাতিতে গোয়াল ।
অভাগী যশোদার প্রাণ জীব কত কাল ।।
বলইন তো বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দ রানী।
ধেনুর সঙ্গে আইসে তোমার গোপাল নীল মনি ।।
উপজ — যদবরে রতন মনিরে ।

৩

ডাকিতে উত্তর না দেও কেন রে যাদব চান্দ,
বাছা ডাকিতে উত্তর না দেও কেন।
বাছা ডাকিতে উত্তর না দেও কেন ॥
প্রভাত সময়ের বেলা, ধেনু লইয়া মাঠে গেলা
সকল দিবস গেল গইয়া।
নন্দ নাহিক ঘরে পাঠাইয়া দিবকারে
অভাগিনী রইলাম পথ চাহিয়া ॥
দধির দুগ্ধ ননী সর কে বা খাইব মোর
কারে বা ডাকিব রতন মনি ।
কাহার বালকের সঙ্গে, খেলা কইলায় মনরঙ্গে,
মা বলিয়া কারে ডাকলে তুমি ॥
বৈষ্ণব দাসে গায়, শুনো গো যশোদা মায়,
মা তুমি না ভাবিও দুঃখ।
ধেনু বৎস সঙ্গে করি, আসিবা ত্রিলক্ষ্যের হরি,
বাহির হইয়া দেখিবায় চান্দ মুখ ॥

৪

ধেনু চালাও আমার বদল দাদা শ্রীদাম রে,
ধেনু চালাও আমার বদল
কালো কোপিলা গাই আচম্বিতে গোষ্ঠে নাই,
গৃহে গেলে মারিবে জননী॥
ধেনু বৎস গেল দূর বাপ আমার নিষ্ঠুর
মা আমার কান্দিয়া ব্যাকুল॥
তোমরা সকলের মায়ে, সকলকে লইব কোলে
আমার মায়ের কারে লইব কোলে।
যদি কোপে নন্দ ঘোষ, তোমরা কইও কোপরোষে,
আজি না দেখিয়াছি তোমার কানু॥
কইও গিয়া জননীর আগে যে মায়ে বেদনা জানে,
রামকানাই রইয়াছেন কাননে।
শ্রীদাম গোষ্টের বাণী বলে রইল চূড়ামণি,
মা রইলা পথ পানে চাইয়া ॥



৫

কানাই আইলা আয়লা রে শ্রী নন্দের কানাই আইলা।
মুখ খানি পূর্ণিমার চাঁদ চন্দ্র উদয় হইলা।।
হস্তে ধান্য দুর্বা লইয়া যশোদা যায়।
শ্যাম রূপ পদ মায়ে নিরখিয়া চায় ।।,
রাখালের বেশ গো রানী সকলি খসাইয়া।।
চাঁদমুখ নিচিয়া মায়ের কূলে তুলি লইলা।।
ক্ষীরের খিরিশা লনি খৈয়াছি টাঙ্গাইয়া।
যাদবে করকুয়া, ভোজন পদ- পাখলিয়া।।
যাদবে লবনী খায় বসিয়া মায়ের কোলে।
এখনে জুড়াইলো প্রাণ ভবানন্দে বলে।।

৬

গোপাল আন গিয়ারে নন্দ , নন্দবাছা আনরে গিয়া।
ও কি সুখে রইয়াছ গৃহে মায়ের পুড়ে হিয়ারে নন্দ।।
আজি যদি মাঠে নন্দ ভালো মন্দ হয়।
তবে নি রাখিব প্রাণ তোমার মনে লয়।।
পূর্বে বলেছিলায় নন্দ বেচিয়া লইতায় ধেনু।
গোকুলে মাগিয়া থইমু লইয়া রাম কানু।।
রানীর মুখেতে নন্দ এ বার্তা শুনিয়া।
রাজপথে যায় নন্দ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
যমুনার নিকটে গিয়া ডাকে রাম কানু।
কর্ন পাতিয়া শুনে নন্দ , গোকুলেতে বেণু।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দরানি।
ধেনুর সঙ্গে আইতরা গোপাল বাজাইয়া মুরলী।।

৭

ধেনু লইয়া নন্দের গোপাল আসিলা চলিয়া।
আইলরে গোলকের হরি, ধেনু বৎস লইয়া।
চা বদনে আইলো শিশু হরষিত হইয়ারে।।
গোধূলি সময়ে হরি আইলেন আপন গৃহে।
ধেনু বৎস বন্ধিলেন রাম দামোদরে।।
সিঙ্গা বেনু বেত বাঁশি বলাইর হস্তে দিয়া।
জননী প্রণাম করেন ভূমিতে পড়িয়া।।
আশীর্বাদ কৈলা রানী ধান্য দূর্বা হাতে।
সবইয়ে তুলিয়া দুলা কৃষ্ণচন্দ্রের মাথে।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দ রানী।
ধেনুর সনে আইলা গোপাল প্রকাশ রজনী।।



অলঙ্কার

১

রানীর ভাগ্যের সীমা নাই,- কোলে লইলো,
জীবন কানাই ।।
কোলে আয়রে রতন মনি ,- মা যশোদার,
নয়ন মনি ।।
রানী বড় ভাগ্যবান,- পুত্র, পাইল ভগবান ।।
কোলে লইয়া নীল মণি,- চান্দ মুখে
দিল লনী।।
জগত ভরি গোয়াল আছে,- কোন গোয়ালে
কৃষ্ণ পাইয়াছে ।।
(ও এখনে জুড়াইলো প্রাণ আমার ভবানন্দে বলে)।।

2

আয় ওরে আয় ওরে গোপাল ,আইসো
মায়ের কোলে।
লনী লইয়া ডাকে তোরে গোপাল
অভাগিনী মায়ে।।
কোলে আইস কুলে বইস গোপাল।
সর লনী খাও ।
চাঁদ মুখের
ধূলা উড়ে ধুলা পড়ে গোপাল।
ধুলা সর্ব গায় ।।

ছাওয়ালে দিয়াছে ধূলা আমার যাদব
চান্দের গায় ।।
যাদবে লবনী খায় বসিয়া মায়ের
কোলে
এখন জুড়াইলো প্রাণ আমার
ভবানন্দ বলে ।।



৩

বাছা হৃদে আয়রে রাম কানু।
মলিন কেন দেখি তনুরে হৃদে আয়।।
কারসনেরে রতন মনি গিয়াছিলায় বনে
কণ্ঠকের চিহ্ন দেখি ঐ রাঙ্গা চরণে।।
নিষেধ কইলাম রতন মনি না যাইতে দূরে।
হালিয়াছে মোহন চূড়া ভাঙিয়াছে নূপুর।
মলিন তোর বদন রামরে মলিন তোর তনু
কোন বনে গিয়াছিলে চরাইবারে ধেনু ।।
বলাইর সাথে প্রেম করিয়া অতি ভয়ংকর ।
রাইয়ার সাথে প্রেম করিয়া বলে বসন চোর।।
ধুলায়ে ধূসর রামের ধুলা তোর গায় ।
ক্ষুধার কালে কি খাইলায় কারে ডাকলায় মা।।
বলইন   শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দরানী।
মা গো পাছে কইমু দুঃখের কথা, আগে দেও ননী ।।

৪

আর আমি না রাখিবো ধেনু গো যশোদা মা -
আর আমি না রাখিব ধেনু ।
যার ক্ষেতে যায় ধেনু, কাড়িয়া লয় মা সিঙ্গা বেনু,
শিশু দেখি না মারে পরানে।।
ধরিয়া যুগল করে টানাটানি করে মোরে,
সে হলে পাইয়াছি মনে ব্যথা ।
হস্তে ধরি লইয়া যায়,
বলাই দাদায় রঙ্গ চায় ,
দাঁড়াইয়া না কহে এক কথা ।।
ক্ষুদার কাতর হইয়া , তরু বৃক্ষের তলে গিয়া,



তৃষ্ণায় না পাই গঙ্গার জল।
পদের নূপুর হইল ভার ধরা খসে বার বার,
পাজনী ফিরাইতে না পাই বল ।।
তুমি কি না জানো মাগো বলাই।
আমার ভাই ।
দুর বনে গেলে ধেনু আনো গিয়া।
কানাই ।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে , তুই মায়ের
ধেনুর কাজে,
বিধি মোরে কি লেখলা কপালে।।

৬

নিষেধ কইলাম রতন মনি না যাইতে বনে।
কত কষ্ট দিল তোরে নিয়া বলরামে ।।
কানু বলে শুন মাগো দুঃখের কথা কই।
দৌড়াইয়া নিয়া মোরে মারিলো বলাই।।
ডাকিয়া যশোদায় বলে শুন গো রোহিণী।
বলরামে দৌড়াইয়া মারিলো রতন মনি ।।
যেই মতে মারিয়াছে কালা চান্দের পৃষ্ঠে।
দেখো দেখো ভগিনী গো আঙ্গুলি ফুটিয়াছে।।
বলইন শ্রী বৈষ্ণব দাসে শুন নন্দরানী
কানাই বলাই ভিন্ন নয় অভেদ পরানী ।।



৭

বাতায়নে আইল নন্দ কান্দে দধির ভার।
আঙ্গিনাতে যাদবে লাগাইছে খেলিবার ॥
দধির ভান্ড ভূমিতে থইয়া হরি লইলো কোলে।
আনন্দে পুলকিত হইয়া হরি হরি বলে ॥
নন্দ নাচে আনন্দে হরি লইয়া কোলে।
আনন্দে ভরিল পুরি হরি হরি বলে ॥
নন্দের নাচন দেখিয়া যশোদা আইলা ধাইয়া।
এইন নাচইন তাইনও নাচইন হরি কোলে লইয়া ॥
নন্দ নাচে যশোদা নাচে নাচেরে রোহিণী।
পাগল শঙ্কর দাসে বলে খানিক নাচি আমি ॥



আলো প্রজ্বলন ও ধূপ জ্বালানো

১

গোবিন্দ গোপাল ভজ গোবিন্দ গোপাল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ এই তিন দয়াল ।।
দুয়ার দেউটি জ্বলে লইয়া গন্ধ ধুপ।
লঙ্গ-মালতি ফুলে পুঁজে শ্যাম রূপ ।।
দুয়ারে দুয়ারে জ্বলে দ্বীপ দেউটি ।
ভরিল মঙ্গল ঘট গোয়ালের মূর্তি ।।
গোয়ালে মঙ্গল গায় লইয়া গোড়া ছালি ।
আনন্দে ভরিল পুরী বল হরি হরি ।।
ভাটে পিঙ্গল পড়ে ব্রাহ্মণে বেদ মন্ত্র।
ভবানন্দের মনের স্বাদ বাজাইতে শঙ্খ ।।

২

গোকুলে থাকিয়া বড়াই ডাকে বারে বার।
কে যাইবায় মথুরারহাটে সাজাইয়া পসরা ।।
বিষ্ণু নারাইন তৈল রাধে সর্ব অঙ্গে দিয়া ।
স্নান করিলা রাধে ভিঙ্গারের জল দিয়া ।।
আবের কাকিরে রাধা কেশ করিলা ভাও ।
চল যাই মথুরার হাটে সাজাইয়া পসরা ।।
দধির পসরা মাথে লইয়া রাধিকা যায়।
রাজপথে বসি কানাইয়ে রঙ্গ চায় ।।
কোথায় থাক গোয়ালিনী কোথায় তোমার ঘর।
কিসের পসরা তোমার মাথার উপর ।।
গোকুলেতে থাকি আমি যাব মথুরা নগর ।
কংসের যোগান দধি মাথার উপর ।।
পসরা নামাও গোয়ালিনী , পসরা নামানো চাই।
দধি হইলে কার্য্য নাই ক্ষিরীসা হইলে খাই।।
গোয়ালিনীর পসরা কৃষ্ণে বিচারিয়া চাইলা।
পসরা লুটিয়া কৃষ্ণে সকলি খাইলা ।।
দধি খায় দই খায় আরও মিগে দান।
বালক নন্দের ছাওয়াল অধিক সেয়ান।।
লুট লুট বুলি বলে রে কানাই ।
রাজপথে বসি, রাধে দিলেক দোহাই ।।
রাজপথে বসি রাধে কহে বরাবর ।
নন্দের সুন্দর চিকন কালা জাতি লইল মর ।।



৩

দই খায় , দুধ খায়। ভাণ্ড ঘোড়াগড়ি বায়।
দই খাইয়া খাইল ঘোল।
নাচিয়া নাচিয়া দেয় কোল।।
ভাণ্ড লইয়া হরিধন যায় না রে।।
লোট কইল নন্দের ছাওয়ালে ।।

৪

ভান্ড ভাঙ্গিয়া কার ছাওয়ালে উঠিয়া
দিল লড়।
লজ্জা পাইয়া চন্দ্রমুখী চলিয়া
গেলা ঘর ।।
বিনা মেঘে দক্ষিনেতে চটকে বিজুলী ।
তৈলের পসরা মাথে লইয়া সাক্ষাতে
আইল তেলি ।।
সাত পাঁচ কাহনের দই সব খাইল নারায়ন,
কি লইয়া যাইবো আপন ঘরে ।
হাটে রাজা পাটেশ্বর দোহাই পড়িব
কার আগে ।।
উশুন্ডিল বাম পায় ,দক্ষিণে শৃগাল যায় ,
ঠেকিয়া রইলাম রাখালের ফান্দে।।
যেই পদে ধ্যান করে দেব পশুপতি।
সেই হরি কোলে লইলা গোয়ালের যুবতী।।



৫

বাট প্রসাদ কানাই বাট প্রসাদ।
কানাইয়া ভাটিলো প্রসাদ সর্ব দেবে পায়।
ভয়ে সে কমলা রঙে রঙ্গে খেলা।
প্রসাদ বাটে হরি দ্বাদশ গোপাল।।

৬

বাছারে খাইতে দেও অন্ন গো রোহিনি
বলে যাদবরে খাইতে দে অন্ন।
আজি কুয়া মাঠে বাছা বড় দুঃখ পাইছে গো।
মুখ খানি হইয়াছে, মেঘবর্ণ।।
ঘৃত অন্ন থালি ভরি সাক্ষাতে আনিলা রানী,
ভোজন করউকি নন্দের সুতে।
মুষ্টি মুষ্টি অন্ন ভরি চাঁদ মুখে দেও তুলি,
নন্দ যশুদা বৈসে রঙ্গে।।
ক্ষীর লবনী খাইয়া নিদ্রায় আবেশ হইয়া ,
হালি ঢলি পড়ে শ্যাম রায় ।
ভৃঙ্গার এর জল আনি, চাঁদ মুখে ধুইল রানী ,
কোলে তুলি লইলা যশোদায়।।
বিচিত্র সূয্যায় হরি করাইয়া শয়ন।
মুখে স্তন দিয়া বলে সাফল্য জীবন ।।
মুখেতে তাম্বুল দিয়া নন্দ শুইলো গিয়া,
কোলে লইলে রতন মনি।
দ্বিজ বংশী দাশে গায় আজি গোষ্ঠে সমাধান
সবাইয়ে বলে হরি হরি ।।



৭

বিজয় হইলরে নন্দ ঘোষের খেলা।
খেইড় খেলাইতারে গেলা কদমতলা ।।
হাটিয়া যাইতে রে গোপিনি মাইল ঠেলা।
ছিড়িয়া পড়িল রে কানাইর গলের মালা।।
রাধায় (তারে) পাইয়া রে - গাঁথিয়া গলে দিয়া।।
যম ভয় বিষম ভয়। রাম নামে উদ্ধার হয়।
কৃষ্ণ নামে উদ্ধার হয়। হরি বল সোনা ভাই।
যমের আর ভয় নাই।
হরির পদে মাগিয়া লওরে গোয়াল হরিরায়।
সর্ব দেবের কল্যাণ ভূষণ ।।
(রাধা কানাইর—)নন্দ যশোদার কল্যাণ ভূষণ ।।
কীর্তনিয়ার কল্যাণ ভূষণ —।।
কর্মকর্তার কল্যাণ ভূষণ —।।
শ্রুতা- বক্তার কল্যাণ ভূষণ —।।
হরি পদে মাগিয়া লওরে গোয়াল হরি রায়।।



৮

দেখ দেখরে ভাই বৈষ্ণব পরম ধন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না যায় খন্ডন।
কেহ আগে কেহ পাছে মরব সকলজন ।।
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা না নুয়ায় মুণ্ড।
তার মাথায় করে নৃত্য নরকের কুণ্ড।।
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা আড় নয়নে চায়।
তাম্বার শলাকায় চক্ষু খসায় যমরায়।
বৈষ্ণব দোয়ারে যদি হইতাম কুকুর।
প্রসাদ দিয়া পালন করতো বৈষ্ণব ঠাকুর ।।
ব্রাহ্মণ শরীরে যদি বৈষ্ণব হয়।
গজ-মুকুতা শঙ্খ যেমন সুবর্নে বেড়ায় ।।
বৈষ্ণব গোঁসাই আমার করুণার সিন্ধু।
ইহকালের প্রেম দাতা পরকালের বন্ধু ।।
বৈষ্ণব দাসের গুন বৈষ্ণব দাসে গায়।
এ হেন মানব জনম বিফলে যায়।।
নারায়ণ দেবে কয় শুনরে পরান মন।
ইহকালের পরকালের গতি নারায়ণ।।
হরি বলিয়া বাহু তুলিয়া নাচে দুটি ভাই।
চৈতন্য নিতাইর গুন যুগে যুগে গাই।।
হরি গুরু বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
আজ কীর্তন হরির পদে সমাপন।।

৯

কহরে কদম্ব তরু কানু রইলা কই।
আমরা নারী বিরহিনি কেমনে গৃহেতে রই ।।
তব ডালে বসি কৃষ্ণে বাজায় মোহন বাঁশি।
আমরা যাই যমুনার জলে ভরি বারে বারি।।
তব ডালে বসি কৃষ্ণ বাজায় মোহন বেনু।
তব অঙ্গে লাগিয়া আছে শ্যাম পদ রেণু ।।
শ্রী গোবিন্দ দাসে বলে বিনোদিনী রাই।
অবশ্য পাইবা দেখা শ্রী নন্দের কানাই।।
(খানিক বিলম্বে আসি মিলিবা কানাই।।)



১০

আহিরী রমণী যত, চালাইয়া বাহির পথ,
আপনি যাইছ আন ছলে।
বাহুনাড়া দিয়া যাও , দানী পানে নাহি চাও, এতো না
গরব কার বলে ।।
গলে গজমতি হার, এক লক্ষ দান তার,
দুই লক্ষ শিতির সিঁদুর।
তিন লক্ষ কেশ পাস, দান মাগে পীতবাস,
চারি লক্ষ নাশার বেশর।।
কুসুম করবি ঝুরি , পাঁচ লক্ষ দান তারি,
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করো রাজসেবা, কাচুলিতে লোকা কিবা,
দেখাইয়া কর পর তিত।।
কোথায় থাক গোয়ালিনী কোথায়
তোমার ঘর।
কিসের পসরা তোমার
মাথার উপর।।
পসরা নামাও গোয়ালিনী পসরা নামাও চাই।
দধি দুগ্ধের কার্য নাই ক্ষীরিসা হইলে খাই।।
গোকুলেতে থাকি যাব মথুরা নগর।
কংসের যোগান দধি মাথার উপর।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাবো পসার।।
ঘাটের ঘাটিয়াম আমি পথে মহাদানী।
আজিদান দিতে হবে শুনো বিনোদিনী ।।
ভরম লইয়া থাক না কহিও কথা।
উচিত কহিলে মনে পাবে বড় ব্যথা।

মিলন

যমুনা পুলিনে হইল যোগল মিলন ।
বামে রাধা দক্ষিণেতে মদন মোহন ।।
সেবাতে নিযুক্ত সেবা পরাগণ হইলা ।
নিয়মিত সেবা করি শ্রম ঘুচাইলা।।
মনানন্দে প্যারিজিকে করি আলিঙ্গন ।
বদনেতে শত শত করয়ে চুম্বন ।।
বলে হরি বংশীধারী শুন গো প্যারি।
তব রূপে হইতে মনে , আকিঞ্চন করি ।।
আশ্রয় লইয়াছি রাধে তব শ্রী চরণে ।
বংশী বলে যা ইচ্ছা তা করহে এক্ষণে ।।



লোটের গান

১

জয় রাধে গোবিন্দ বল আনন্দ মনে ,
দেখা পাবে যুগল কিশোর হৃদয় মন্দিরে।।
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যারা প্রেমানন্দে ভাসে তারা ।
নয়নে বয় প্রেম ধারা, ভাসে প্রেম সিন্ধ নীরে।।
বাজাইয়া বাঁশরী শ্যামের বামে রাই কিশোরী ।
তোরা হেরবি যদি প্রেম-মাধুরী সাধু-সঙ্গ
ছারিছ নারে।।
চিনির মুন্ডা (ফুল বাতেসা), নকুল দানা
লোট দিয়াছে ব্রজাঙ্গনা,
লোট নিবে কে আয়রে সবে হরিবল
হরিবল, হরিবল বলে ।।

২

ওহে দয়াল হরি তোমার চরণে ধরি ,
নিবেদন করি বারে বার।
নিবেদন করি তোমায়, নিজ গুনে রাখিও
আমায়,
ঐ রাঙ্গা চরণ দিও স্থান।।
আসিয়া ভারত ভবে, মিছামায়ার দিন গয়াইলাম
কাল গয়াইলাম জন্ম গেল বিফলে ।
মনেরই ভ্রমে , দেহের গৌরবে ,দয়াল গুরুর
পদে
না রইলাম স্মরণ ।।
ইন্দ্রিয় বর্জিত হইল, রসরঙ্গে দিন গেল শ্রবণে
না শুনি উচ্চস্বর।
কহে বিশ্বেশ্বর ধরে হরি নিস্তার কর মোরে,
হরি বিনে কে বাজে আর।।

৩

যতনে বলিও নাম বানীরে রাখাল ভাই
যতনে বলিও নাম বাণী।
ব্রহ্মার দুর্লভ নাম শুনি ।।
দান করে ধ্যান করে এ জন্মে পাপ হরে,
লক্ষ্য ধেন বিপ্রকে করে দান।
তা হনে অধিক হয় রাম নামটি যেবা লয় ,
সাক্ষী আছে এ বেদ পুরান গয়া গঙ্গা বারাণসী,
দেউলের উপর তুলসী, তাহার সম্মুখে এক কুণ্ড।
চিনিয়া সে ডুব দিলে , এ জন্মে পাপ হরে,
দয়াল গুরু যারে দিয়াছেন কুল ।।
ঘরের মধ্যে পঞ্চভাই ভজিলে অমূল্য পাই ,
না ভজিলে কিছুই না পাই।
বৈষ্ণবে বলে ভাই এজন্ম না হবে আর,
নাম জপিয়া মনের ভাঙ্গ ভুল।।



৪

কি জিজ্ঞাসা কর ভাইরে দিনতে যায়রে গাইয়া।
পাথর পইরাছে মাথে ঐ কথা শুনিয়া ।।
রূপ গেল রঙ্গ গেল মুখের গেল হাসি।
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে রঙ্গিলা ঘরের মাটি।।
দন্ত নড়িল, কেশ পাকিল, যৌবন দিল ভাটি।
এমন সোনার তনু কারে দিব বাটি ।।
ফান্দের উপর ফাঁদ , ফাঁদ পাতিয়াছে বড়।
ঐ ফান্দে হইবায় বন্দি কিবা ছোট বড় ।।
আসিতে আইলায় ভাইরে কত দৌড়াইয়া।
কি লইয়া যাইবায় দেশে কি বলিবায় গিয়া।।
মানিক কল্যাণে বলে শোনো সাধু ভাই।
কয়দিনের জীবন নিয়ে লইয়া এতেক বড়াই।।

৫

ওরে মন, কিছু বোধ নাহিক তোমার।
নাচল সতের মত, নিচ সঙ্গে সদারত,
সংসার জানিয়াছ কিবা সার ।।
মত্ত হয়ে ধন জনে, পরকার নাহি জ্ঞানে ,
মিছা কাজে কেন কাটাই।
যবে আসি শমন দূতে, বান্দিবেক গলায় হাতে,
তখন দিবে কাহার দোহাই।।
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যারা, দাঁড়াইয়া রহিবে তারা,
দন্ডেক রাখিতে শক্তি নারে।
বস্ত্রাদী লইবে টানি, সঙ্গে দিব মাত্রখানি,

জন্মবধি পুষিছ যাহারে।।
কেবা আছে তব মিতা, অসমে কেবা ত্রাতা,
কার লাগি ঘুর রাত্র-দিন।
অসময় বিপত্তিকালে, যার নামে তরি হেলে
হেন প্রভু নাহিক স্মরণ ।।
ছাড় সব ধান্দাবাজি, শমনে করো রাজি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অবিরাম।
কহে প্রেমানন্দে ভাই, কৃষ্ণ বিনা গতি নাই,
ভজ কৃষ্ণ ত্যজ অন্য কাম ।।



৬

আসিয়া ভারত ভবে , মিছা মায়ায় দিন
গোয়াইলে, উদর পূরণ কইলে সার।
পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, পুনঃ পুনঃ হয় প্রলয়,
আসিতে যাইতে দুঃখ পাই।।
দশ গেল বালক মেলে, আর দশ কামিনী কুলে
আর দশ উপার্জনে।
ইস্ট মিত্র জ্ঞাতি মোহে,স্ত্রী পুত্র কন্যা স্নেহে,
চল্লিশ গোয়াইলাম অকারণে।।
যখনে আসিল পঞ্চাশ সঙ্গে নিয়ে জ্বরা কাশ,
ষাইটেতে সকলি দিল ভাটি।
দন্ত নড়িল, কেশ পাকিল, ভাঙ্গিয়া পড়ে
রঙ্গিলা ঘরের মাটি।।
যখন হল সত্তর আশি, মুখের গেল হাসি খুশি,
রাগ রঙ সব গেল দূরে।
পাইয়া সমনের দুতে বন্ধিবেক গলায় হাতে,
লইয়া যাবে নিবন্ধরা পুরে।।
এমন যমের সভা, বন্ধু বান্ধব নাই তথা
যামিন হইয়া ছুটাইবে তোমায়।
কহে বিশ্বেশর ধরে, হরি নিস্তার কর মোরে,
হরি বিনে কে আছে আর।।

৭

ওরে মন ধিকরে তোমায়।
পাইয়া মানুষ জন্ম,না চিন্তিলাম কৃষ্ণ কর্ম,
হেন জন্ম গেল রে হেলায়।।
অনেক সুকুতি ফলে মানুষ উত্তম কুলে,
তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম ।
ধন্য কলি যুগ তাতে, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য যাতে,
প্রকাশিলা নাম মাত্র ধর্ম।।
পায়ে ধরি ছাড় ভ্রম, কিছু নাহি পরিশ্রম
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অবিরাম।
কহ লক্ষ্য কথা আন,তাহে না আসিল জ্ঞান,
কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণ নাম।।
এ যদি না শুন ভাই, তবে আর গতি নাই,
হেন জন্ম না হইবে কে আর।
কহে প্রেমানন্দে এবে,না ভজিলে কৃষ্ণ পদে,
কোটি জন্মে নাহিক নিস্তার।।



Purnangsu Education
[A digital Publisher]